শেষ ট্রেনে বাড়ি ফেরার পথে

–শিউলি শর্মা

কাজ শেষ । ট্রেনে উঠে পড়লাম জানালার কাছে।
কি অদ্ভুত সন্ধ্যা নেমে এসেছে। বিশাল বিশাল
কালো ঢেউ আকাশ ছেয়ে ফেলেছে । মাঝে মাঝে
দু'একটি ইলেকট্রিকের পোস্ট ছড়ানো-ছিটানো ।
মোমের আলোর মতো ঘরবাড়ি। আমি যেন এসব
কিছুর উপর দিয়ে ছুটছি নতুন জন্মের দিকে।
শৈশব কৈশোর ছুটে যাচ্ছে ,এসেছে মোহময় যৌবন ।
আলোর প্রদীপ। ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে সেগুলো,
ভুল ভুল ঘোরের মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছি ।
আকাশের পথ ধূসর এর থেকেও গাঢ়, আগে যারা
এসেছে তারা কোথায় ? এ জন্ম বিস্মৃতির মাঝে
চলে যাচ্ছে। হালকা পালকের মতো বাতাসের
গতিতে বয়ে যাচ্ছি, শব্দ নেই, নিঃশব্দের স্থিতি।
সুখ নেই, দুঃখ নেই, নেই হারানোর অনুভূতি।
ক্রমে এক সুদীর্ঘ অন্ধকার গ্রাস করছে। আমি
যতই এগুচ্ছি,আমার সব যেন নিরাময় হয়ে যাচ্ছে ।
কোন বোধ নেই । আমার নির্দিষ্ট কোন আধার নেই ।
পুরো বাতাসে মিশে যাচ্ছি । আমি মিশে ই গেলাম।
নিকষ বন । আমি যেন ঐবনের সবকিছু জানি ।
শরীর ও নেই, হাওয়া। সাগরে টুপ করে একফোটা
জল যেমন নিরুদ্দেশ, নিকষ কালো আঁধারে আমার
প্রাণের হাওয়াও হাওয়ায় নিঃশেষ।
আলাদা করে চিনি না । আমিত্ব নেই ,বহুত্বও নেই ।
এ যেন সৃষ্টি স্থিতির পর লয়।
ঘুম ঘুম সর্বব্যাপী ঘুম। এ ঘুমের শেষ নেই।

এক একটা জনপদ প্রথম পুঞ্জিভূত আলো।
তারপর কয়েকটা, শেষ হতে হতে গভীর একাকীত্ব ।
আবারো দু-একটা আলো। আবারো দু-একটা আলো, হালকা হতে গিয়ে ছোট এক দীপ।
আবার হালকা থেকে গাঢ় জনপদ । এক একটি স্তর পেরিয়ে চলেছি উৎসের দিকে। প্রাণের উৎস, আমার উৎসবের প্রাণ । মাঝখানে জয় গাঁথা, সফল অ-সফল সবই বৃথা, সত্য শুধু জীবনের জয়গান।
(আগরতলা থেকে মিটিং শেষে বাড়ি ফেরার পথে আকাশ দেখে এরকমই আমার মনে হতো প্রায়ই, তবু ধরতে পারলাম না তার পুরো রূপ।)